



সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে সহিংসতা, দমন ও চাপ

বাংলাদেশ মিডিয়া মনিটরের 'সেফটি ট্র্যাকার' মাসিক প্রতিবেদন

পর্যবেক্ষণকাল : এপ্রিল ২০২৬



২৫ টি

সহিংসতা ও
হামলার ঘটনা



৫০ জন

বিভিন্নভাবে
ক্ষতিগ্রস্ত সাংবাদিক

এপ্রিল ২০২৬: বাংলাদেশ মিডিয়া মনিটর 'সেফটি ট্র্যাকার' মাসিক প্রতিবেদন

বাংলাদেশ মিডিয়া মনিটর 'সেফটি ট্র্যাকার' এর নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে দেশজুড়ে সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা, শারীরিক আক্রমণ, আইনি হয়রানি এবং অন্যান্য সহিংস ঘটনাবলী নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং সংবাদকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এই প্রতিবেদনটি একটি বস্তুনিষ্ঠ দলিল হিসেবে কাজ করে, যেখানে প্রতিটি ঘটনার প্রেক্ষাপট, কারণ এবং ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পূর্বের ধারাবাহিকতায় এপ্রিল মাসেও দেখা গেছে যে, বাংলাদেশে সাংবাদিকদের কাজের পরিবেশ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রাণঘাতী হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশ মিডিয়া মনিটরের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে মোট ২৫টি পৃথক ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছে। এসব ঘটনায় সর্বমোট ৫০ জন সাংবাদিক এবং সংবাদকর্মী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক আটক, মামলা দায়ের, জিজ্ঞাসাবাদ এবং ব্যক্তিগত ডিভাইস জব্দ করার মতো ঘটনাও অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা সাংবাদিকদের পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা নিয়ে গুরুতর উদ্বেগের বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে। বিশেষ করে রাজধানী ঢাকা এবং বিভাগীয় শহরগুলোর বাইরে জেলা পর্যায়ে সাংবাদিকদের জন্য মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা এক প্রকার জীবনবাজি রাখার মতো বিষয়ে পরিণত হয়েছে। নিম্নোক্ত সারণীতে এপ্রিল মাসের সহিংসতার একটি সাধারণ পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো।

এপ্রিল ২০২৬: সাংবাদিকদের ওপর হামলার পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ

হামলার প্রকৃতি	ঘটনার সংখ্যা	আক্রান্ত সাংবাদিকের সংখ্যা
শারীরিক হামলা ও মারধর	১২	৩৩
আটক ও গ্রেপ্তার	০৩	০৪
অপহরণ ও অপহরণের চেষ্টা	০৩	০৩
ভীষ্মকি ও হয়রানি	০৪	০৯
পেশাগত বাধা প্রদান	০৩	০১
প্রতিষ্ঠানের ঘোষণাপত্র বাতিলের উদ্যোগ	০১	-
মোট	২৫	৫০

বিশ্লেষণে দেখা যায়, মোট আক্রান্তদের একটি বড় অংশ অর্থাৎ ৬৬ শতাংশই শারীরিক হামলার শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হামলা সংঘটিত হয়েছে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্যাম্পাস এবং সংলগ্ন এলাকাগুলোতে। রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিশেষ করে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-পরবর্তী প্রেক্ষাপট এবং স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসনিক অনিয়মের সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে সাংবাদিকরা সবচেয়ে বেশি বাধার সম্মুখীন হয়েছেন।

সর্বাধিক হামলার শিকার সংবাদমাধ্যমসমূহ

এপ্রিল মাসে দেশজুড়ে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে বেশ কয়েকটি নির্দিষ্ট সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা বারবার বাধার সম্মুখীন বা সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এই সংবাদমাধ্যমগুলো হলো:

1. **সময় টেলিভিশন:** লক্ষ্মীপুরে সময় টেলিভিশনের ক্যামেরাপারসন আহাদুল ইসলাম আকাশ হামলার শিকার হন এবং তার পেশাগত সরঞ্জাম ভাঙচুর করা হয়। এছাড়া, চট্টগ্রামে সময় টিভির চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি জাহিন সরকার আবার পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে স্থানীয় দুর্বৃত্তদের হামলার শিকার হন এবং তার মোবাইল ফোন ছিনতাই করা হয়।
2. **স্টার নিউজ:** একটিমাত্র ঘটনায় এই সংবাদমাধ্যমের সর্বাধিক **২ জন সাংবাদিক** (সিনিয়র রিপোর্টার হাবিবুল ইসলাম হাবিব এবং ভিডিও জার্নালিস্ট আনোয়ার হোসেন) কারওয়ান বাজারে অবরুদ্ধ হয়ে শারীরিক হামলার শিকার হন।
3. **বাংলা এডিশন:** এই সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকরা সর্বাধিক **দুটি পৃথক ঘটনায়** ভুক্তভোগী হয়েছেন। এর মধ্যে ২৮শে এপ্রিল চাঁদপুরে একজন (মুসাদ্দেক আল আকিব) শারীরিকভাবে হামলার শিকার হন, এবং ২৬শে এপ্রিল ঝিনাইদহে অপর একজন (আশরাফুল ইসলাম) হত্যা মামলায় হয়রানিমূলকভাবে গ্রেপ্তার হন।
4. **চ্যানেল ওয়ান ও মাই টিভি:** চাঁপাইনবাবগঞ্জে একটি সন্ত্রাসী হামলায় এই দুটি সংবাদমাধ্যমের মোট **২ জন সাংবাদিক** গুরুতর আহত হয়েছেন।
5. **জাগো নিউজ:** জেলা প্রতিনিধি আনোয়ার আল শামীমকে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় বাধা প্রদান করা হয়।
6. **এশিয়ান টেলিভিশন:** লালপুর উপজেলা প্রতিনিধি ওমর ফারুক জ্বালানি তেলের অনিয়মের ভিডিও ধারণ করার সময় হামলার শিকার হন।
7. **বাংলা টিভি:** জেলা প্রতিনিধি মোহাম্মদ রানা পারভেজ মানিকগঞ্জ আদালত প্রাপ্তে শারীরিক হামলার শিকার হন।

ক্যাম্পাস সাংবাদিকতা: ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সহিংসতা ও অস্থিরতা

২০২৬ সালের এপ্রিল মাসের প্রতিবেদনে সবচেয়ে উদ্বেগজনক অধ্যায় হিসেবে উঠে এসেছে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সাংবাদিকদের ওপর সংঘটিত হামলাগুলো। ক্যাম্পাস সাংবাদিকরা যখন ছাত্র রাজনীতির অভ্যন্তরীণ কোন্দল, অনিয়ম বা সংঘর্ষের সংবাদ সংগ্রহ করতে যান, তখন তারা সরাসরি রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর আক্রোশের মুখোমুখি হন।

এপ্রিল মাসের সবচেয়ে আলোচিত হামলার ঘটনাটি ঘটে ২৩ এপ্রিল সন্ধ্যায় ঢাকার শাহবাগ থানা প্রান্তরে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির (ডুজা) সদস্যরা সেখানে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের (জেসিডি) নেতা-কর্মীদের হাতে প্রহত হন।

ঘটনার সূত্রপাত হয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি বিকৃত স্ক্রিনশটকে কেন্দ্র করে। ছাত্রদলের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষার্থী (যাকে তারা ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতা হিসেবে দাবি করে) বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্বের পরিবার নিয়ে আপত্তিকর পোস্ট দিয়েছেন। যদিও পরবর্তীতে ফ্যাক্ট-চেকিং সংস্থা 'রিউমর স্ক্যানার' নিশ্চিত করেছে যে ওই স্ক্রিনশটটি ছিল এডিটেড বা জাল। এই বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি এবং শাহবাগ থানায় সাধারণ ডায়েরি করতে আসা শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রদলের হামলার সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে অন্তত ০৯ জন সাংবাদিক হামলার শিকার হন।

ভিডিও ফুটেজ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, শাহবাগ থানার অভ্যন্তরে পুলিশের উপস্থিতিতেই এই হামলা চালানো হয়েছে। সাংবাদিকদের মাটিতে ফেলে লাথি মারা, কিল-ঘুষি এবং ক্যামেরা ছিনিয়ে নেওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে। এই হামলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক সমিতির সভাপতি মনজুর হোসেন মাহি এবং সাধারণ সম্পাদক লিটন ইসলামসহ অন্তত নয়জন সাংবাদিক গুরুতর আহত হন। আহতদের মধ্যে 'ঢাকা মেইল'-এর সংবাদদাতা মোহাম্মদ ইফতেখার হোসেন সিফাত তার চোখ ও মুখে মারাত্মক আঘাত পান, যার ফলে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে হয়েছে। এর আগে ২২ এপ্রিলও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়জন সাংবাদিককে ছাত্রদলের কর্মীরা হেনস্তা করেছিল বলে তথ্যে উঠে এসেছে।

২১ এপ্রিল চট্টগ্রাম সরকারি সিটি কলেজে সংঘর্ষের সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়েও অন্তত চারজন সাংবাদিক আক্রান্ত হন। আক্রান্ত সাংবাদিকরা 'সিটিজি পোস্ট', 'নিউজ ২৪' এবং 'এনপিবি নিউজ'-এর হয়ে কাজ করছিলেন। সংঘর্ষের মূল কারণ ছিল ক্যাম্পাসের দেয়ালে লেখা একটি গ্রাফিতি বা দেয়াল লিখন। জুলাই-আগস্টের আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে মূলত গ্রাফিতিটিতে লেখা ছিল "ছাত্র রাজনীতি ও ছাত্রলীগ মুক্ত ক্যাম্পাস"। ছাত্রদলের একজন নেতা 'ছাত্র' শব্দটি মুছে সেখানে 'গুপ্ত' শব্দটি লিখে দেন, ফলে স্লোগানটি দাঁড়ায় "গুপ্ত রাজনীতি ও ছাত্রলীগ মুক্ত ক্যাম্পাস"। গ্রাফিতি পরিবর্তনের এই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা তুঙ্গে ওঠে। ২১ এপ্রিল সকালে প্রথম দফায় হাতাহাতি হয় এবং বিকেল ৪টার দিকে কলেজ গেটের সামনে দুই পক্ষ বড় ধরনের সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। যদিও মূল সংঘর্ষটি ছিল ছাত্রসংগঠন দুটির মধ্যে, তবে এই ঘটনার রেশ ধরে পরবর্তী দিনগুলোতে ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন স্থানে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। শাহবাগ থানায় এই সংক্রান্ত অভিযোগ দেওয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের সময় সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে বেশ কয়েকজন সাংবাদিক আক্রান্ত হন। এছাড়াও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে সময় টেলিভিশনের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) প্রতিনিধি জাহিন সরকার আবার স্থানীয় একদল দুর্বৃত্তের হামলার শিকার হন। মারধরের পাশাপাশি হামলাকারীরা তার পেশাগত কাজে ব্যবহৃত মোবাইল ফোনটি ছিনিয়ে নেয়। মূলত সংবাদ সংগ্রহ ও প্রেরণের পথে বাধা সৃষ্টি এবং তথ্য মুছে ফেলার উদ্দেশ্যেই এই হামলা চালানো হয় বলে পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে।

এর আগেও সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসে সেখানে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছিল, যা ইঙ্গিত দেয় যে ক্যাম্পাসের সংবাদ সংগ্রহ করা এখন একটি ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে যখন ছাত্র সংগঠনের অভ্যন্তরীণ কোন্দল বা প্রশাসনিক দুর্নীতির সংবাদ প্রকাশিত হয়, তখন সংশ্লিষ্ট সাংবাদিককে শারীরিকভাবে লাঞ্চিত করার মাধ্যমে তার কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করা হয়।

আঞ্চলিক সাংবাদিকতা ও জেলাভিত্তিক ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এপ্রিল মাসে রাজধানী ঢাকার বাইরে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনাগুলো ছিল অত্যন্ত সহিংস। ভূমি অফিস, অবৈধ বালু উত্তোলন এবং স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের অনিয়মের সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে মফস্বল সাংবাদিকরা নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিন কাটিয়েছেন।

রাজশাহী বিভাগে এপ্রিল মাসে সাংবাদিকদের ওপর অন্তত তিনটি বড় ধরনের হামলার ঘটনা ঘটেছে। ১ এপ্রিল 'দৈনিক দিনকাল'-এর একজন সাংবাদিক সংবাদ সংগ্রহের সময় হামলার শিকার হন। এরপর ২৮ এপ্রিল জয়পুরহাটের ক্ষেতলাল উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কার্যালয়ের ভেতরেই 'দৈনিক কালবেলা'র সাংবাদিকের ওপর আক্রমণ চালানো হয়।

এছাড়া ৩০ এপ্রিল চাঁপাইনবাবগঞ্জে 'চ্যানেল ওয়ান' এবং 'মাই টিভি'র দুই সাংবাদিক পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় দুর্বৃত্তদের হামলার শিকার হয়ে আহত হন। একই দিনে বগুড়ায় 'দৈনিক উত্তরকোণ' পত্রিকার ঘোষণাপত্র বাতিলের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করা হয়েছে, যা মূলত একটি প্রভাবশালী মহলের অনিয়ম ফাঁসের প্রতিশোধ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

চট্টগ্রাম বিভাগে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা সংকট অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশি প্রকট। সীতাকুণ্ডে সংবাদ সংগ্রহের সময় 'এখন টেলিভিশন'-এর ব্যুরো চিফ এবং ক্যামেরাম্যানকে কুপিয়ে জখম করা হয়েছে।

এছাড়া চন্দনাইশে পাহাড় কাটার সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে আইয়ুব মিয়াজি নামক একজন সাংবাদিককে ভবন থেকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। আইএফজে (IFJ) এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা এই ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে এবং একে 'হত্যার চেষ্টা' হিসেবে অভিহিত করেছে। এই ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পরিবেশগত অপরাধ এবং ভূমি দস্যুতার সংবাদ প্রকাশ করা সাংবাদিকদের জন্য সবচেয়ে বড় ঝুঁকিতে পরিণত হয়েছে।

১৬ এপ্রিল চট্টগ্রামের নবীনগর ল্যান্ড অফিসে সংবাদ সংগ্রহের সময় তিন সাংবাদিককে একটি কক্ষে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়। তারা হলেন 'বাংলা টিভি', 'প্রিন টিভি' এবং 'দৈনিক বাংলাদেশের আলো'র প্রতিনিধি। সরকারি কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে সাংবাদিকদের এভাবে অবরুদ্ধ করার ঘটনাটি প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহারের একটি চরম দৃষ্টান্ত।

খুলনা এবং ঝিনাইদহ অঞ্চলে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের মাধ্যমে কণ্ঠরোধ করার প্রবণতা দেখা গেছে। ২৬ এপ্রিল ঝিনাইদহে সংবাদ প্রকাশের জেরে 'বাংলা এডিশন'-এর একজন সাংবাদিককে একটি হত্যা মামলায় জড়িয়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। স্থানীয় সাংবাদিকদের দাবি, এই গ্রেপ্তার সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং প্রতিশোধমূলক।

একই দিন খুলনা প্রেস ক্লাবের ভেতরে ঢুকে কয়েকজন সিনিয়র সাংবাদিকের ওপর হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা। প্রেস ক্লাবের মতো সাংবাদিকদের সুরক্ষিত আশ্রয়ে এ ধরনের অনুপ্রবেশ ও হামলা সাংবাদিকদের মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। মাগুরায় তেলের পাম্পে অনিয়মের ছবি তুলতে গিয়ে পুলিশের এক সদস্যের হাতে 'দৈনিক আলোকিত সকাল'-এর সাংবাদিক লাঞ্চিত হয়েছেন, যা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর একাংশের অসহিষ্ণু আচরণের বহিঃপ্রকাশ।

এপ্রিল মাসে অন্তত দুটি অপহরণের চেষ্টা এবং একটি অপহরণের ঘটনা বাংলাদেশ মিডিয়া মনিটর নথিভুক্ত করেছে। ২৭ এপ্রিল ঢাকার কারওয়ান বাজার এলাকা থেকে 'স্টার নিউজ'-এর একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিককে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। তাকে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ শারীরিক নির্যাতন করা হয় এবং নির্দিষ্ট একটি নিউজের জন্য হুমকি দেওয়া হয়।

একই দিনে সাভারে 'দেশ টিভি'র এক সাংবাদিককে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে দুর্বৃত্তরা। তাকে রাস্তায় ফেলে শারীরিক নির্যাতন করা হয় এবং তার পেশাগত সরঞ্জাম ভাঙচুর করা হয়।

সাংবাদিকদের অবাধে সংবাদ সংগ্রহ এবং চলাচলের অধিকার এপ্রিল মাসেও খর্ব করা হয়েছে। ৩ এপ্রিল ডিপিএ (DPA) এর একজন প্রতিনিধিকে ঢাকা বিমানবন্দর থেকে বিদেশ যেতে বাধা দেওয়া হয়। একইভাবে ১৫ এপ্রিল 'দ্য ডেইলি অবজারভার'-এর সম্পাদক ইকবাল

সোবহান চৌধুরীকে বিমানবন্দরে আটকে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া গাইবান্ধায় এসিল্যান্ড (AC Land) কর্তৃক 'জাগো নিউজ'-এর একজন সাংবাদিককে হেনস্তা করার ঘটনা ঘটেছে ৪ এপ্রিল। সরকারি কর্মকর্তাদের তথ্য প্রদানের অনীহা এবং ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ সাংবাদিকদের জন্য মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকে অসম্ভব করে তুলেছে।

সাংবাদিকদের ওপর কেবল শারীরিক হামলা নয়, বরং অর্থনৈতিক ও পেশাগত অনিশ্চয়তাও এপ্রিল মাসে ছিল অধিক। ১৫ এপ্রিল 'ডেইলি বাংলাদেশ' এবং 'বাংলাদেশ গার্ডিয়ান' নামক দুটি পত্রিকা থেকে একসঙ্গে বিপুল সংখ্যক সাংবাদিককে ছাঁটাই করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠান দুটির কর্তৃপক্ষ বকেয়া বেতন পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা রক্ষা করেনি, যা সাংবাদিকদের জীবনযাত্রাকে সংকটাপন্ন করে তুলেছে। এই ধরনের ছাঁটাইয়ের পেছনে রাজনৈতিক চাপ এবং বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা থাকতে পারে বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন। যখন একটি নিউজরুম থেকে অভিজ্ঞ সাংবাদিকদের সরিয়ে দেওয়া হয়, তখন সেই প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিকতার মান এবং স্বাধীনভাবে কথা বলার ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়।

এপ্রিল ২০২৬-এ সাংবাদিকদের আক্রান্ত হওয়ার জেলাভিত্তিক তালিকা

জেলা	আক্রান্ত সাংবাদিকের সংখ্যা	ঘটনার প্রকৃতি
ঢাকা	২১	হামলা, হয়রানি, ছাঁটাই, বাধা প্রদান
চট্টগ্রাম	১২	শারীরিক আক্রমণ, অবরুদ্ধকরণ, পাহাড় কাটা সংক্রান্ত
রাজশাহী	০৪	ইউএনও অফিসে হামলা, মারধর
খুলনা	০৪	প্রেস ক্লাবে হামলা, তেলের পাম্পে হেনস্তা
কুমিল্লা	০২	হাতকড়া পরিয়ে আটক
ঝিনাইদহ	০১	হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার
মাগুরা	০১	পুলিশ কর্তৃক হামলা
মানিকগঞ্জ	০১	আদালত প্রাপ্ত হামলা
ফরিদপুর	০২	থানা প্রাপ্ত হামলা
গাইবান্ধা	০১	এসিল্যান্ড কর্তৃক হয়রানি
চাঁদপুর	০১	পৌরসভা কার্যালয়ে মারধর
বগুড়া	-	পত্রিকার ঘোষণাপত্র বাতিলের উদ্যোগ

(প্রতিবেদনটি বাংলাদেশ মিডিয়া মনিটর কর্তৃক এপ্রিল ২০২৬-এর সকল প্রাপ্ত তথ্য ও গবেষণার ভিত্তিতে প্রণীত।)

